দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 23 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 1 ...

ফেডারেল শিক্ষক সমিতি কমিটির সভায় ভাষণ

শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলুনঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গত রাতে জাতির উন্নততর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান।

বাসস'র খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের (বিএফটিএ) জাতীয় নির্বাহী কমিটির চতুর্থ সভায় তাঁর সমাপ্তি ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ। উল্লেখ্য তিনি ফেডারেশনেরও চেয়ারম্যান।

উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, ফেডারেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহমদ সেক্রেটারী জেনারেল প্রিন্সিপাল জনাব এ কে এম শহীদুল্লাহ ও অফিস সেক্রেটারী প্রফেসর আসাদুল হকও সভায় ভাষণ দেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিঃ নিতাই রায় চৌধুরীও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষায় নকল করার সমস্যাসহ শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান অবস্থার উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, যে কোন মূল্যে পরীক্ষায়

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ

(প্রথম পৃঃ পর)

নকল করা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে শিক্ষকদেরকেই এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁদের সকলের সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তাঁরা যেন লক্ষ্য রাখেন, নকলের অভিশাপ যেন আমাদের শিক্ষার মূলে আঘাত না করে। তিনি বলেন, আমরা যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের ভবিষ্যতই পুরাপুরি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, যেহেতু জাতির ভবিষ্যৎ একটি সুশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলার ওপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের লক্ষ্য হতে হবে শিক্ষাঙ্গনকে বিশৃংখলা ও হিংসাত্মক তৎপরতা থেকে মুক্ত রাখা।

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা সৃষ্টিসহ নকল করা যেকোন মূল্যে নির্মূল করতে হবে, একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন কিছু সংখ্যক বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যবিহীন রাজনীতিই শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট উপজেলা পর্যায়ে ফেডারেশনের কমিটি গঠন ও দ্বি-মাসিক বুলেটিন প্রকাশের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

সভায় দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ এম ও গনীর মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।